সংবাদ

তারিখ ... 8 JAN 2013
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

লোহাগড়ায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

প্রতিনিধি, লোহাগড়া (নড়াইল)

লোহাগড়ায় বিভিন্ন কলেজে শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফি'র সঙ্গে উন্নয়ন খাতের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ কলেজে এ ঘটনা ঘটলেও পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে [illegible] অর্থ আদায় করা হচ্ছে উপজেলা সদরের অবস্থিত লক্ষ্মীপাশা আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজে।

এদিকে ওই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফারুক আহম্মদ এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি এবং অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেছে, বিভাগ ও ব্যবহারিক পরীক্ষা ভেদে কেন্দ্র ফিসহ সর্বনিম্ন ১ হাজার ২২৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৭০০ টাকা নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু উপজেলার ৫টি এমপিওভুক্ত কলেজের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সর্বনিম্ন ২ হাজার ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত তহবিলের কথা বলে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে।

লক্ষ্মীপাশা আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফারুক আহমেদ জানান, পৌর এলাকার কলেজ হিসেবে তিনি ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত উন্নয়ন ফি নিতে পারেন সরকারি নিয়মে কিন্তু তা নিচ্ছেন না। যা নেয়া হচ্ছে সেটা নিয়মের মধ্যেই। এ ছাড়া কোন খাতে কত টাকা নেয়া হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি সেটা প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় বিষয় বলে জানান।

এদিকে একাধিক ছাত্রীদের রসিদে (মানবিক) ২ হাজার টাকা বোর্ড ফি উল্লেখ করে সর্বমোট ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা লেখা দেখতে পাওয়া যায়। সব বিভাগের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকেই ৪ হাজার ৫০০ টাকা করে নেয়া হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানান।

এ নিয়ে লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাসান আলী দেওয়ান, লাহুড়িয়া এস এম এ আহাদ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো. মইনুল আলী মৃধা, ইতনা কলেজের অধ্যক্ষ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং দিঘলিয়া মকসুদা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দীনেশ চন্দ্রের সঙ্গে মুঠোফোনে আলাপকালে তারা জানান, পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিষ্ঠান ভেদে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বেতন, পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিমূলক ক্লাস (কোচিং ক্লাস), উন্নয়ন তহবিল বাবদ বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে ২ হাজার ১০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ এবং বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে ২ হাজার ৮০০ থেকে ৩ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে।

লক্ষ্মীপাশা আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রীর অভিভাবক জানান, তার কাছ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা নেয়া হলেও রসিদ দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৩০০ টাকার। বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা জানান, পরীক্ষা তো দিতেই হবে, তাই বাধ্য হয়ে দাবিকৃত টাকা দিয়ে আসছি।

তারা বলেন, কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি চেয়ে পরে যার কাছ থেকে যা পারছে, তাই আদায় করছে। এ যেন মাছের বাজার। জুন ২০১৩ পর্যন্ত বেতন নেয়া হলেও কোচিংয়ের নামে পুনরায় অর্থ আদায়ের কারণ তাদের নিকট বোধগম্য না। কেউ কোচিং না করলেও তার কাছ থেকে বাধ্যতামূলক কোচিং ফি আদায় করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেবেকা খানকে অবহিত করা হলে তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মুহম্মদ আবু দাউদ মুঠোফোনে জানান, সঠিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পরিচালনা পর্ষদ এ ধরনের কাজ করে থাকে। তবে যথাযথ অভিযোগ পেলে ডিজি কার্যালয় ও শিক্ষা বোর্ড বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে তিনি জানান।